দৈনিক ইত্তেফাক

NOV. 19 2001

তারিখ ... পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৬

ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যক্রম বন্ধে পিন্টু গ্রুপ বাদে মাঠপর্যায়ে সকলে খুশী

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ দেড় বছরের ব্যবধানে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যক্রম দ্বিতীয় বারের মতো স্থগিত হওয়ায় সংগঠনের মাঠ পর্যায়ের অধিকাংশ নেতা-কর্মী খুশী। গতকাল রোববার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে নাসিরউদ্দীন পিন্টু গ্রুপের নেতা-কর্মী বাদে অন্য গ্রুপগুলোর নেতা-কর্মীদের আনন্দ উল্লাস করতে দেখা যায়। ১লা অক্টোবরে ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর পিন্টু সমর্থিত গ্রুপটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল দখল, জাতীয় সংসদের স্যুট দখল, শিক্ষা ভবনে টেণ্ডারের জন্য অস্ত্রের মহড়া, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড প্রভৃতি কাজের জন্য অন্য গ্রুপগুলো পিন্টু গ্রুপের উপর ক্ষুব্ধ ছিল। সংগঠনের অধিকাংশ নেতা-কর্মীর ধারণা, উক্ত গ্রুপের কৃতকর্মের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যক্রম

(১৫শ পৃষ্ঠায় ৫-এর কঃ দ্রঃ)

ছাত্রদলের কেন্দ্রীয়

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

স্থগিত করা হয়েছে। এদিকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল দখল, পাল্টা দখলের ঘটনায় ছাত্রদলের অন্ততঃ এক ডজন ক্যাডারকে গ্রেফতার করা হচ্ছে বলে জানা যায়।

গত বছরের ২রা জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মল চত্বরে ছাত্রদলের পিন্টু গ্রুপ এবং লাল্টু গ্রুপের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধে আবুল হোসেন এবং বিল্লাল নামের দুই বহিরাগত যুবক নিহত হয়। পরদিন খালেদা জিয়া ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা মহানগর শাখার সকল কার্যক্রম স্থগিত করেন। সাড়ে ৫ মাস পর ২৩ ডিসেম্বর নাসিরউদ্দিন আহম্মেদ পিন্টুকে সভাপতি এবং শাহাবুদ্দীন লাল্টুকে সাধারণ সম্পাদক করে ছাত্রদলের নতুন কমিটি গঠন হয়। ছাত্রদল সভাপতি নাসিরউদ্দিন পিন্টু ঢাকা-৮ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলে সংগঠনের নতুন কমিটির বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়। আগামী ১লা জানুয়ারীর পর পিন্টু ছাত্রদলের কাউন্সিল করে বিদায় নেয়ার চিন্তা-ভাবনাও করেছিলেন বলে সূত্র জানায়। কেন্দ্রীয় কমিটি স্থগিত না হলে পিন্টু ৩ দিনের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদলের কমিটি ভেঙ্গে নতুন কমিটি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বলে জানা যায়। নির্বাচনের পর পিন্টু গ্রুপের মোস্তাফিজুল ইসলাম মামুনের নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ হল দখল হয়। পরে গত ১৪ নভেম্বর ছাত্রদল গোলাগুলী করে জগন্নাথ হল এবং জহুরুল হক হল দখল করে নেয়। এ সময় বিভিন্ন পত্রিকায় ছাত্রদল এবং ছাত্রলীগের ক্যাডারদের সশস্ত্র ছবি ছাপা হলে সরকার বেকায়দায় পড়ে যায়। গতকাল মধুর ক্যান্টিনসহ ক্যাম্পাসে মনির হোসেন, আজিজুল বারী হেলাল, শফিউল বারী বাবু, সেলিমুজ্জামান সেলিম, জয়ন্ত কুণ্ডু, নূরুল ইসলাম নয়ন, আব্দুল কাদের জুয়েল, আব্দুল কুদ্দুস লেলিন, আসাদ, সাইফুল ইসলাম ফিরোজ, দুলাল, নাহিন হাসান মামুনকে দেখা যায়। ছাত্রদলের নেতাদের মধ্যে কোলাকুলি করতেও দেখা যায়। তারা এক সঙ্গে মধুর ক্যান্টিনে ইফতারীও করেন। ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মনির হোসেন বলেন, ম্যাডামের সিদ্ধান্তে আমরা খুশী। তবে বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ হয়েছে কিনা বুঝতে পারছি না।

ছাত্রলীগের বিবৃতি

ছাত্রলীগ সভাপতি বাহাদুর বেপারী ও সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকন এক বিবৃতিতে বলেন, প্রধানমন্ত্রী অবশেষে দেশব্যাপী ছাত্রদলের সন্ত্রাস স্বীকার করে নিলেন, কিন্তু প্রতিকারের বদলে কার্যক্রম স্থগিত করে 'আই ওয়াশ' করলেন। ছাত্রদলের সন্ত্রাসের খবর প্রকাশিত হলে সরকার যেন অস্বীকার করতে পারে সেই উদ্দেশ্য থেকেই এটা করা হয়েছে। হলে হলে, ক্যাম্পাসে, ছাত্রদলের সন্ত্রাস এখন অপ্রতিহত গতি লাভ করবে। ইতোমধ্যেই ছাত্রদলের সন্ত্রাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারাদেশের শিক্ষাঙ্গনে শরণার্থী সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে।